গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচীর অধীনে ক্ষুদ্রঋণ নীতিমালা

ফেব্রুয়ারি - ২০০৪

মুখবন্ধ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক মঙ্গলের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে সকল ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসী হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও অন্যান্য সকল কার্যক্রম মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত হয়। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবন বাজী রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং নানা কারণে বর্তমানে নিম্ন আয়ের মধ্যে জীবনযাপন করছেন তাদের পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ও স্বচ্ছল করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে "অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচী" গত ২৪/০৩/২০০৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। একনেক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচীর অর্থায়নের জন্য সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তীতে গত ২৭/১২/২০০৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের 'সরকারি পর্যায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর আওতায় আবর্তক ঋণ তহবিল ব্যবহারের সমন্বিত নীতিমালা' গেজেটে প্রকাশিত হয়। উক্ত নীতিমালার আওতায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক এই "অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচীর অধীনে ক্ষুদ্র ঋণ নীতিমালা" প্রণীত হয়েছে।

বর্তমান ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের অধীনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থ দ্বারা 'আবর্তক ঋণ তহবিল' গঠিত হবে। প্রাথমিক অবস্থায় ২৫,০০০ জন মুক্তিযোদ্ধা বা তাঁদের পোষ্যদেরকে পর্যায়ক্রমে ঋণ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এই নীতিমালার আওতায় ঋণ প্রাপ্তির অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ। এক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ অন্য যে কোন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে আবেদনকারীকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। প্রশিক্ষণের জন্য বিবেচ্য কর্মসূচী হতে কোন অর্থায়ন করা হবে না। মাঠ পর্যায়ে বিবেচ্য কর্মসূচীর আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম 'মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়'-এর পক্ষে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।

চলতি অর্থবছরে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে এই কর্মসূচী চালু করা হলো। এর বাস্তবায়নের সফলতার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে 'আবর্তক ঋণ তহবিলের' আওতায় কর্মসূচীর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে। কর্মসূচীর লক্ষ্যগোষ্ঠী বাছাই এবং সুষ্ঠুভাবে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই নীতিমালাটি প্রণয়ন করা হলো। আশা করি, নীতিমালাটি কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা রাখবে। তবে ভবিষ্যতে এ কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে ও বাস্তবতার নিরিখে এই নীতিমালার পরিবর্তন বা সংশোধনের যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে এবং প্রয়োজনবোধে তা পরিবর্তন বা সংশোধনেরও ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্যের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছে।

(তাজ মোহাম্মদ)
ভারপ্রাপ্ত সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়: উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী		
১.১	পটভূমি	১
১.২	উদ্দেশ্য	১
১.৩	লক্ষ্যগোষ্ঠী	১
১.৪	লক্ষ্যগোষ্ঠী বাছাইকরণ	১
১.৫	দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ	২
১.৬	ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী	২
১.৭	ঋণ কমিটি	২
দ্বিতীয় অধ্যায়: ঋণ তহবিল		
২.১	তহবিলের উৎসমূহ	৪
২.২	তহবিল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	৪
২.৩	ঋণ তহবিল গঠন ও পরিচালনা	৪
২.৪	ঋণ লক্ষ্যমাত্রা	৫
২.৫	ঋণ তহবিল ব্যবহার	৬
২.৬	সার্ভিস চার্জ/সেবা মূল্য	৬
২.৭	সার্ভিস চার্জের হিসাব নির্ণয়	৬
তৃতীয় অধ্যায়: ঋণ বিতরণ		
৩.১	ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন	৭
৩.২	ঋণ আবেদন পদ্ধতি	৭
৩.৩	ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন ও ঋণ বিতরণ	৮
৩.৪	ঋণের যথার্থ ব্যবহার	৮
৩.৫	ঋণের মেয়াদ/পরিশোধ	৯
৩.৬	ঋণ সীমা	৯
৩.৭	বিনিয়োগ খাত	৯
৩.৮	ঋণের জন্য জামানত	৯
৩.৯	একক/দলীয় কার্যক্রমের জন্য ঋণ	১০
৩.১০	ঋণ পরিশোধে উৎসাহপ্রদ সুবিধা	১১
৩.১১	পুন: বিনিয়োগ	১১
চতুর্থ অধ্যায়: ঋণ পরিশোধ		
৪.১	মেয়াদ ও কিস্তি	১২
৪.২	ঋণ পরিশোধ	১২
৪.৩	অনাদায়ী বা খেলাপী ঋণের জরিমানা	১৩
৪.৪	অবলোপন	১৩
পঞ্চম অধ্যায়: ঋণ তদারকী, পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষা		
৫.১	কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পরিবীক্ষণ ও তদারকী	১৪
৫.২	মাঠ পর্যায়ে তদারকী ও পরিদর্শন	১৪
৫.৩	হিসাব সংরক্ষণ	১৫
৫.৪	অভ্যন্তরীণ ও বহি:নিরীক্ষা	১৫
	সংযোজনীসমূহ	১৬-২৯

প্রথম অধ্যায় : উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী

১.১ পটভূমি:

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বত্রিশ বছর। কিন্তু আজও মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ ও অবদানের তুলনায় তাদের তেমন কোন মূল্যায়ন ও সামাজিক পুনর্বাসন হয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধারা রাষ্ট্রীয় সহায়তা না পাওয়ায় অথবা কিঞ্চিৎ পেলেও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়নি। এ সমস্ত কারণে অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা ধীরে ধীরে অসচ্ছল হয়ে পড়ে। অনেকে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এ পরিবারগুলোর অনেকেই আত্মনির্ভরশীল হয়ে সম্মানজনক জীবন যাপনে আগ্রহী। মুক্তিযোদ্ধাদের দারিদ্র্য লাঘব করে তাঁদের পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে "অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচী" শীর্ষক কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে।

উক্ত কর্মসূচী সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। এই নীতিমালার উৎস হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত "সরকারি পর্যায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর আওতায় আবর্তক ঋণ তহবিল ব্যবহারের সমন্বিত নীতিমালা" এবং উক্ত সমন্বিত নীতিমালার সাথে বিবেচ্য নীতিমালার কোনরূপ বিরোধ দেখা দিলে সমন্বিত নীতিমালা প্রাধান্য পাবে।

১.২ উদ্দেশ্য:

এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হলো:

ক) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও তাঁদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা এবং এর মাধ্যমে তাঁদের দারিদ্র লাঘব করা;

খ) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক আয় সঞ্চারন ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

১.৩ লক্ষ্যগোষ্ঠী (Target group):

ক) নিম্নোক্তদের মধ্য হতে লক্ষ্যগোষ্ঠী বিবেচনা করা হবে:

১. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সাময়িক সনদপত্রধারী মুক্তিযোদ্ধা;
২. পরবর্তীকালে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে যাঁদের (মুক্তিযোদ্ধাদের) নাম গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হবে;
৩. অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধাদের পোষ্যগণ।

খ) মুক্তিযোদ্ধাদের পোষ্য বলতে মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী, ছেলে (নির্ভরশীল), অবিবাহিত ও তালাকপ্রাপ্তা কন্যাকে বোঝাবে।

১.৪ লক্ষ্যগোষ্ঠী বাছাইকরণ:

মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে অসচ্ছল লক্ষ্যগোষ্ঠী নির্বাচন করা হবে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সংশ্লিষ্ট ইউনিট (জেলা/উপজেলা) কমান্ড এর সহায়তায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা অথবা জেলা উপপরিচালক লক্ষ্যগোষ্ঠীর প্রাথমিক তালিকা

প্রণয়ন করবে। তবে কর্মসূচীর লক্ষ্যগোষ্ঠী বাছাইয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কর্মসূচীর আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা হতে প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫,০০০ জন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা/পোষ্য শনাক্ত করে কর্মসূচীভুক্ত করা হবে। দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় ৪৫% দারিদ্র্যপীড়িত বলে ধারণা করা হয়। সে অনুযায়ী প্রত্যেক উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য হতে আনুপাতিক হারে (১৫%-২০%) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা/তাঁদের পোষ্যদেরকে বাজেটের প্রাপ্যতা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে লক্ষ্যগোষ্ঠী হিসেবে কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে।

১.৫ দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণঃ

কর্মসূচীর লক্ষ্যগোষ্ঠীর সকল সদস্যকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য একক বা যৌথভাবে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নিতে হবে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ হবে ট্রেডভেদে ২ সপ্তাহ হতে ৬ মাস। সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণদানকারী প্রতিষ্ঠানের মেয়াদকাল এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। প্রশিক্ষণের ট্রেডসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) কম্পিউটার, (খ) মৎস চাষ, (গ) ছাগল ও গরু পালন, (ঘ) হাঁস-মুরগী পালন, (ঙ) সেলাই ও পোষাক তৈরি, (চ) এমব্রয়ডারী (ছ) ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং, (জ) ইলেকট্রিক্যাল/রেফ্রিজারেটর, (ঝ) ধান, গম ভাংগানো, সেচ ও নার্সারী, কৃষিকাজ, বাঁশ, বেত ও হাতের কাজ ইত্যাদি (ঞ) মটর ড্রাইভিং/মেকানিক, (ট) রেডিও, টেলিভিশন মেরামত, (ঠ) মোমবাতি তৈরি/এলাকাভিত্তিক শিল্প, (ড) কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ (জুস, জ্যাম, জেলী আচার তৈরীকরণ ইত্যাদি) ও (ঢ) স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক যে কোন ট্রেডে প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজ সেবা অধিদপ্তর অথবা অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ সুবিধাদি ব্যবহার করা হবে। প্রশিক্ষণ সম্পর্কে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের নিয়মনীতি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে।

১.৬ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীঃ

কর্মসূচীর আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লক্ষ্যগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থানমূলক আয়বর্ধক প্রকল্পের কাজে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হবে। তহবিল প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে সকলকে অর্থাৎ ২৫,০০০ জনকে যথাসম্ভব ঋণ কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে। পূর্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে) লক্ষ্যগোষ্ঠীকেও ঋণ প্রদানের জন্য বিবেচনা করা হবে। ঋণ প্রদান ও আদায়ের মাধ্যমে কর্মসূচীর আওতায় একটি 'আবর্তক ঋণ তহবিল' (RLF) গঠন করা হবে। উক্ত তহবিলের অর্থ কর্মসূচীর সংশ্লিষ্ট এলাকার তফসিলভুক্ত ব্যাংকে জমা থাকবে।

১.৭ ঋণ কমিটিঃ

উপজেলা পর্যায়ে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ঋণ কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য পৃথক ঋণ কমিটি থাকবে। উপজেলা ঋণ কমিটির/সিটি কর্পোরেশন ঋণ কমিটির সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব হতে লক্ষ্যগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান করা হবে। ঋণ সংক্রান্ত কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হবেঃ

উপজেলা ঋণ কমিটি (ULC):

মাননীয় সংসদ সদস্য	-	উপদেষ্টা
১. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (UNO)	-	সভাপতি
২. কমান্ডার/আহ্বায়ক, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ড	-	সদস্য
৩. উপজেলা সমাজ সেবা, মহিলা বিষয়ক, কৃষি, মৎস, পশু সম্পদ ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর/বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	-	সদস্য
৪. চেয়ারম্যান/কমিশনার, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা	-	সদস্য
৫. সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬. এন.জি.ও প্রতিনিধি(UNO কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
৭. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য-সচিব

সিটি কর্পোরেশন ঋণ কমিটি (CCLC):

মাননীয় সংসদ সদস্য	-	উপদেষ্টা
১. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (ADC)	-	সভাপতি
২. সংশ্লিষ্ট থানার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার/আহবায়ক	-	সদস্য
৩. সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার	-	সদস্য
৪. সংশ্লিষ্ট এলাকার যুব উন্নয়ন, মহিলা বিষয়ক, সমাজ সেবা, মৎস্য, কৃষি সম্প্রসারণ ও পশু সম্পদ অধিদপ্তর এর একজন করে প্রতিনিধি-		সদস্য
৫. সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬. উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	-	সদস্য-সচিব

- জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট জেলায় কর্মসূচীর বাস্তবায়ন কাজ সমন্বয় করবেন এবং মাসিক উন্নয়ন সমন্বয় সভায় আলোচনার জন্য এজেন্ডাভুক্ত করবেন। তিনি প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় একাধিক ঋণ কমিটি গঠন করতে পারবেন।

ঋণ কমিটির কর্মপরিধিঃ

ক) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদেরকে (স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে) যাচাইপূর্বক লক্ষ্যগোষ্ঠীর সদস্য নির্বাচন করা;

খ) প্রশিক্ষণহীন লক্ষ্যগোষ্ঠীর সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন ও প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা;

গ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লক্ষ্যগোষ্ঠীর নিকট থেকে প্রস্তাবিত স্কীমসমূহ পর্যালোচনা করে, বাছাইপূর্বক ক্ষুদ্রঋণ অনুমোদন করা;

ঘ) আবর্তক তহবিলের ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ এবং আদায় সংক্রান্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা ও উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঙ) ন্যূনতম প্রতিমাসে একবার সভায় মিলিত হয়ে কর্মসূচীর সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিআরডিবি-র উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা / উপপরিচালককে পরামর্শ প্রদান করা;

চ) প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঋণ তহবিল

কর্মসূচী এলাকার সংশ্লিষ্ট তফসিলি ব্যাংকের শাখায় লক্ষ্যগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদানের জন্য কর্মসূচীর আওতায় একটি 'আবর্তক ঋণ তহবিল' (RLF) গঠন করা হবে।

২.১ তহবিলের উৎসসমূহ:

আবর্তক ঋণ তহবিলের উৎস হবে "অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচী" শীর্ষক কর্মসূচীর বিপরীতে বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ক্ষুদ্রঋণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ও সার্ভিস চার্জ (৪%) হতে প্রাপ্ত অর্থ।

২.২ তহবিল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব/বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এর মহাপরিচালক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন করবেন। কেন্দ্রীয়ভাবে BRDB-র মহাপরিচালকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কর্মসূচীটি বাস্তবায়িত হবে। কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এর একজন পরিচালক অথবা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (উন্নয়ন) তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে কর্মসূচী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করবেন। মাঠ পর্যায়ে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB) এর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এবং উপরোক্ত ১.৭ নং অনুচ্ছেদে গঠিত ঋণ কমিটির তত্ত্বাবধানে কর্মসূচীর ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। জেলা পর্যায়ে বিআরডিবি-র উপপরিচালক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি দায়ী থাকবেন। এ বিষয়ে বিআরডিবি-র সাথে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে উল্লিখিত নিয়মনীতি অনুসরণ করা হবে। BRDB-র পরিচালক (সরেজমিন) কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কর্মসূচী বাস্তবায়ন কাজের সমন্বয় সাধন করবেন। ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল এর হিসাব তিনি কেন্দ্রীয়ভাবে মহাপরিচালকের পক্ষে সংরক্ষণ করবেন।

২.৩ ঋণ তহবিল গঠন ও পরিচালনা:

ক) কর্মসূচী এলাকার প্রতি জেলা/উপজেলায় 'অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের আত্মকর্মসংস্থান আবর্তক ঋণ তহবিল' নামে তফসিলি ব্যাংকের যে কোন স্থানীয় শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হবে। উক্ত তহবিল হতে লক্ষ্যগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান করা হবে এবং আদায়কৃত ঋণের আসল টাকা উক্ত হিসাবে জমা হবে। ঋণের সার্ভিস চার্জ জমা রাখার জন্য প্রতি জেলা/ উপজেলায় "অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও পোষ্যদের ঋণ সার্ভিস চার্জ" নামে অপর একটা সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হবে। কর্মসূচীর সিটি কর্পোরেশন ও উপজেলা ঋণ কমিটির (CCLC/ULC) সভাপতি ও সদস্য-সচিব এ হিসাবসমূহ পরিচালনা করবে।

খ) নির্ধারিত ব্যাংকের শাখা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সরবরাহকৃত অর্থ ঋণ তহবিলের প্রাথমিক উৎস হিসেবে গণ্য হবে।

গ) তফসিলি ব্যাংকের হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়র দেয়া তহবিল, ঋনের আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের নির্দিষ্ট অংশ এবং অন্য কোন উৎস হতে প্রাপ্ত সকল তহবিল ঋণ তহবিলে স্থানান্তরিত হবে। ঋণ কার্যক্রমের জন্য এ তহবিল হবে আবর্তক ঋণ তহবিলের প্রধান উৎস।

ঘ) অতিরিক্ত ঋণ তহবিলের প্রয়োজন হলে উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন ঋণ কমিটি তাদের প্রয়োজনীয় টাকার পরিমাণ উল্লেখ করে কমপক্ষে এক মাস আগে সংশ্লিষ্ট সংস্থার (বিআরডিবি) প্রধান কার্যালয়ে চাহিদাপত্র দাখিল করবেন। বিআরডিবি'র অধিযাচনের প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করবে।

ঙ) প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে স্বউদ্যোগে কার্যক্রমের সুবিধাভোগীদের উপস্থিতিতে জেলা/থানা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আঞ্চলিক বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন মন্ত্রণালয়/বিআরডিবি কর্তৃক আয়োজন করবে। এই সম্মেলন বিগত বছরের গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, কার্যক্রম মূল্যায়ন ও আসন্ন অর্থ বছরে ঋণ চাহিদা নিরূপন কর্মসূচী গ্রহণ এবং বিশেষ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিটি এলাকার আউটরিচ (Out reach) কভারেজ বৃদ্ধি, নতুন ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা ও বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনা করবে।

চ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরাসরি BRDB-র মহাপরিচালককে ঋণ তহবিলের অর্থ সরবরাহ করবে এবং কর্মসূচীর বিভিন্ন পর্যায়ে নিবিড়ভাবে ঋণ তহবিলের চাহিদা, প্রবাহ, ব্যবহার ইত্যাদি পরিবীক্ষণ করবে।

ছ) মহাপরিচালক, বিআরডিবি সংশ্লিষ্ট এলাকার চাহিদা বিবেচনা করে ও মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে অথবা মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে উপজেলা ওয়ারী ঋণের বিভাজন করবে।

২.৪ ঋণ লক্ষ্যমাত্রা:

দক্ষতার সাথে সময়মত ঋণ তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করার অভিপ্রায়ে এই ঋণ কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নের নির্দেশনাসমূহ সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে অনুসরণ ও প্রয়োগ করতে হবে:

ক) বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা লক্ষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতা ও চাহিদা মোতাবেক বন্টন করতে হবে। স্থানীয় চাহিদা/লক্ষ্যগোষ্ঠির আবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন (CCLC)/উপজেলা ঋণ কমিটি (ULC) কর্তৃক সর্বোচ্চ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। লক্ষ্যগোষ্ঠীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পর বিতরণকৃত টাকা আদায়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা / উপপরিচালক কর্তৃক ঋণ কমিটির সভায় বিস্তারিত বিশ্লেষণ করতে হবে; কারণ ঋণ বিতরণের জন্য এ অর্থই হবে ঋণ তহবিলের প্রাথমিক উৎস। বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা, ঋণ আদায় ও ঋণ তহবিলে মজুদ টাকার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে CCLC/ULC কর্তৃক মাসিক ঋণ বিতরণ ও আদায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে:

খ) ঋণ আদায় ও বিতরণ পরিস্থিতি অবশ্যই মাসিক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করতে হবে। এলাকার মৌসুমী চাহিদার ভিত্তিতে লক্ষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে মাসিক আদায় ও বিতরণযোগ্য টাকা বিভাজন করতে হবে। এক্ষেত্রে মাসিক কিস্তি সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার সাথে চুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারন করা যাবে। প্রত্যেক ঋণ আবেদনকারীর জন্য পৃথক শীট তৈরি করতে হবে এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণসহ CCLC/ULC-র কাছে অনুমোদনের জন্য দাখিল করতে হবে।

গ) উপপরিচালক/উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা উপর্যুক্ত শীটসমূহ পরীক্ষা করার পর CCLC/ULC সভায় আলোচনা করে অনুমোদন করবে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যেক মাসের শুরুতে বিগত মাসের আদায় এবং বিতরণের বাস্তব অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যালোচনান্তে বাস্তবতার আলোকে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা পুন:নির্ধারণ/সমন্বয় করতে হবে।

২.৫ ঋণ তহবিল ব্যবহার:

ঋণ তহবিলের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশসমূহ অবশ্যই পালনীয়:

ক) CCLC/ULC কর্মসূচীর নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করবে। কর্মসূচীর বার্ষিক ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার উপর ভিত্তি করে বছরের শুরুতে প্রস্তাবিত ঋণ বিতরণ পরিকল্পনা যথাযথভাবে অনুসরন করতে হবে;

খ) CCLC/ULC সর্বদা ঋণ তহবিলের সমুদয় অর্থ ব্যবহারের চেষ্টা করবে এবং ঋণ তহবিলের কোন অর্থ যাতে অব্যবহৃত না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। তবে কর্তৃপক্ষ অব্যবহৃত ঋণ তহবিল অন্য জেলার চাহিদার ভিত্তিতে প্রদান করতে পারবে;

গ) ঋণ প্রদানের পর বিআরডিবি-র উপপরিচালক (DD)/উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (RDO) সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থানের কাজে স্থানীয়ভাবে বিনিয়োগের বিষয়টি নিবিড়ভাবে তদারক করবেন এবং মাসে অন্ততঃ একবার কর্মসূচী এলাকা পরিদর্শন করবেন। এ বিষয়ে সংযোজনী-২-এ প্রদর্শিত চেকলিস্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

২.৬ সার্ভিস চার্জ / সেবা মূল্য:

ক্ষুদ্র ঋণের সেবা মূল্য বা সার্ভিস চার্জ সরল সুদ পদ্ধতিতে (Flat Rate Method) ১১% হবে। আদায়যোগ্য ১১% সেবামূল্যের মধ্যে ৪% অর্থ আবর্তক ঋণ তহবিলে বাধ্যতামূলক প্রবৃদ্ধি হিসেবে জমা হবে এবং অবশিষ্ট ৭% অর্থ থেকে অনাদায় ও কুঋণের ঝুঁকিপূরণসহ বিআরডিবি-র যাবতীয় পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

২.৭ সার্ভিস চার্জের হিসাব নির্ণয়:

১১% সেবামূল্য বা সার্ভিস চার্জ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে সেবামূল্যসহ আসল ঋণ পরিশোধের পরে অর্থাৎ দ্বিতীয় বছরের শুরুতে যে ঋণ অপরিশোধিত থাকবে শুধুমাত্র সেই পরিমাণ ঋণের ওপর সেবামূল্য ধার্য করা হবে অর্থাৎ প্রথম বছরে পরিশোধিত মূল ঋণের ওপর দ্বিতীয় বছরে কোন সেবামূল্য ধার্য করা যাবে না। তিন বছর মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে একইভাবে তৃতীয় বছরের শুরুতেও সেবামূল্য ধার্যের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসারিত হবে।

তৃতীয় অধ্যায়: ঋণ বিতরণ

ঋণ গ্রহীতাকে মুক্তিযোদ্ধা অথবা মুক্তিযোদ্ধাদের পোষ্য হতে হবে। এছাড়াও আবেদনকারীকে ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত বিষয়াদি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৩.১ ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন:

ক) ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের মূলনীতি হিসেবে ঋণ গ্রহণের আগ্রহ, ঋণের প্রকৃত চাহিদা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ততাকে মুখ্য বিবেচ্য বলে গণ্য করতে হবে। মুখ্যত ঋণচুক্তি হবে ঋণগ্রহীতা ব্যক্তির সাথে প্রতিষ্ঠানে (বিআরডিবি) কর্মরত ব্যক্তির পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে। ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের পর ঋণ বিতরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট DD/RDO-কে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে পর্যায়ক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ, দলগঠন, সাপ্তাহিক/নিয়মিত সভার আয়োজন, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতাবর্ধক প্রশিক্ষণদান প্রভৃতি স্তর যথানিয়মে অনুসরণ করতে হবে।

খ) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা / পোষ্যের ঋণ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হলো:

১) তিনি সরকারি বা আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মজীবী নন;
২) যার বার্ষিক আয় ২৫,০০০/- টাকার উর্ধ্বে নয়;
৩) কর্মসূচী এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা;
৪) বয়স কমপক্ষে ১৬ বছর;
১) শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণী পাশ (মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য);
২) কোন ব্যাংক/সংস্থা/এনজিও এবং অন্য কোন ব্যাংকিং পরিকল্পনায় বা ঋণ কর্মসূচীর আওতায় বকেয়া ঋণ না থাকা ;
৩) বৃত্তিমূলক ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী।

৩.২ ঋণ আবেদন পদ্ধতি:

ক) একক/দলীয় ঋণের জন্য প্রত্যেক সদস্যকে নগদমূল্যে সিটি কর্পোরেশন / উপজেলা ঋণ কমিটির সদস্য সচিবের অফিস হতে ঋণ আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে (সংযোজনী-১ দ্রষ্টব্য)। ঋণ আবেদনপত্রের মূল্য হবে ৫/- টাকা। আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট DD/RDO অফিসের সহায়তায় ঋণের আবেদনপত্র পূরণ করে তাতে স্বাক্ষর করবেন (নমুনা আবেদনপত্র সংযুক্ত)। ঋণ প্রস্তাবে উপপরিচালক / উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার সুপারিশ থাকবে। আবেদনকারী তার আবেদনপত্র উপপরিচালক / উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার নিকট জমা দিবেন।

খ) ঋণ গৃহীতা সদস্যকে প্রথমবার ঋণ গ্রহণের সময় CCLC / ULC এর যে কোন সদস্য কর্তৃক সত্যায়িত ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে। এক কপি ছবি প্রতিস্বাক্ষর করে উপপরিচালক / উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা দপ্তরে ঋণ আবেদনপত্রের সঙ্গে, এককপি UNO/ADC কার্যালয়ে এবং অপর কপি ঋণ পাশ বইয়ের সাথে সংযুক্ত থাকবে (সংযোজনী- ৫ দ্রষ্টব্য)। ঋণ পাশ বইয়ের ছবি দেখে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে ঋণ বিতরণ করা যাবে।

গ) ঋণ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক/উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা আবেদনকারীর সমুদয় তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে CCLC / ULC এর সভায় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে। তার পূর্বে তিনি প্রস্তাবিত স্কীম/আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করবেন এবং বিনিয়োগের স্থান ও সুবিধাদি যাচাই বাছাই করবেন। সংশ্লিষ্ট DD/RDO, CCLC/ULC এর নিকট তার মতামত পেশ করার সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে:

(১) সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে কিনা;

(২) প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতা প্রয়োগে পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কিনা বা আগ্রহী কিনা;

(৩) ঋণের টাকা বিনিয়োগের খাত ঋণ গ্রহীতার জন্য সুবিধাজনক হবে কিনা;

(৪) সত্যিকার অর্থে অসচ্ছল কিনা অথবা ঋণের প্রয়োজন আছে কিনা;

(৫) পূর্বে গৃহীত ঋণের একাধিক্রমে ৭৫% কিস্তি (১ম বারের জন্য প্রযোজ্য নয়) নিয়মিত পরিশোধ করেছে কিনা;

(৬) ঋণ গ্রহীতার ব্যর্থতা বা মৃত্যুজনিত কারণে তার উত্তরাধিকারী ঋণ পরিশোধে সক্ষম এবং রাজী আছে কিনা;

(৭) ঋণের জন্য আবেদনকারী সদস্য/সদস্যা যদি ইতোপূর্বে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে তবে উক্ত ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আবেদনকারীর ঋণের আবেদন গৃহীত হবে না।

৩.৩ ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন ও ঋণ বিতরণ:

ক) CCLC/ULC ঋণের আবেদনপত্রের সকল তথ্য নিশ্চিত হয়ে এবং সদস্যের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করবে। ঋণের চেকে সভাপতি হিসেবে ADC/UNO এবং সদস্য সচিব হিসেবে সংশ্লিষ্ট ডিডি/আরডিও যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন। ঋণ আবেদনের তারিখ হতে ঋণের চেক প্রদান পর্যন্ত সকল প্রক্রিয়া ৩ সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

খ) ঋণের চেক প্রদানের পূর্বে ১টি নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণকারী সদস্য/সদস্যার স্বাক্ষরসহ অঙ্গীকারনামা নিতে হবে। এ অঙ্গীকারনামা এবং ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যবিবরণী DD/RDO অফিসে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট সংরক্ষিত থাকবে। সার্ভিস চার্জসহ ঋণের সকল কিস্তির টাকা পরিশোধের পর লক্ষ্যগোষ্ঠীর সদস্য/সদস্যার উপস্থিতিতে উক্ত অঙ্গীকারনামার স্ট্যাম্প বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

গ) বিআরডিবি কর্তৃক সম্ভব হলে লক্ষ্যগোষ্ঠীদের নিয়ে দল গঠন করতে পারবে। লক্ষ্যগোষ্ঠীভুক্ত পরিবার সনাক্তকরণ, দল গঠন, দলের ব্যবস্থাপনা, দলের কার্যক্রম, দলের সদস্য/সদস্যাদের করণীয়, দলের ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা, ইত্যাদি বিষয়ে বিআরডিবি তার নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবে।

ঘ) আবেদন পত্রে ঋণ হিসেবে দ্রব্য/যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে-এমন উল্লেখ না থাকলে ঋণের সমুদয় টাকা এককালীন নগদে বিতরণ করা হবে। আবেদনপত্রে দ্রব্য/যন্ত্রপাতির উল্লেখ থাকলে আগে দ্রব্য/যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ বিতরণ করতে হবে। দ্রব্য/যন্ত্রপাতি ক্রয়/স্থাপনের পর অবশিষ্ট টাকা নগদে বিতরণ করা হবে।

৩.৪ ঋণের যথার্থ ব্যবহার:

ঋণ গ্রহণের ৭ দিনের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা সদস্য/সদস্যা ঋণের ব্যবহার নিশ্চিত করবে। যে উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য ব্যতীত ঋণ গ্রহীতা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ঋণের টাকা ব্যয় করতে পারবে না। কোন সদস্য/সদস্যা ঋণ গ্রহণের ২১ দিনের মধ্যে ঋণের ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারলে CCLC/ULC -র নিকট তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক/উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে ঋণের ব্যবহার নিশ্চিতসহ নিয়মিত তদারকি করবেন। তদারকী বিষয়ে সংযোজনী-১ এর চেক লিস্ট ব্যবহার করতে হবে।

৩.৫ ঋণের মেয়াদ/পরিশোধঃ

ক) ক্ষুদ্র ঋনের মেয়াদ হবে পুনঃতফসিল ব্যতিরেকে সর্বোচ্চ ২ বছর তবে দলীয় ঋণের বিশেষ ক্ষেত্রে (উচ্চতর অংকের ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে) ৩ বছর। ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৩ মাস পর থেকে মাসিক কিস্তিতে সার্ভিস চার্জসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই ঋণের টাকা বকেয়া রাখা যাবে না। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে বিআরডিবির বিদ্যমান আদায় নীতিমালা প্রয়োগ করা যাবে।

খ) ঋণ গ্রহীতা ব্যক্তিগতভাবে কিস্তির টাকা জমা দিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/প্রতিনিধি/সদস্যর কাছ থেকে ঋণ পরিশোধের পাকা রশিদ গ্রহণ করবে। কোন প্রকার কাঁচা রশিদ গ্রহণযোগ্য হবে না।

গ) উপপরিচালক/উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও কর্মসূচীর হিসাব রক্ষক ঋণ প্রদান ও গ্রহণ সংক্রান্ত রেজিস্টার, ক্যাশ বই, লেজার বই নিয়মিত সংরক্ষণ করবে (সংযোজনী ৫, ৬, ৭ দ্রষ্টব্য)।

ঘ) ঋণের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পরেও যদি কিস্তি আদায়যোগ্য থাকে তাহলে সে সকল কিস্তি আদায়ের বিষয়টা সংশ্লিষ্ট ঋণ কমিটি নিশ্চিত করবে।

৩.৬ ঋণ সীমাঃ

একাধিক কর্মকাণ্ড থাকলেও একক/ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ঋণ সীমা হবে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) হতে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা। এ ক্ষেত্রে দলগতভাবে (কমপক্ষে ৫ জনের) বা সমিতি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ঋণ সীমা হবে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হতে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ টাকা) টাকা হবে। ঋণের পরিমাণ, সদস্যের আগ্রহ, চাহিদা, প্রশিক্ষণ, স্কীমের ধরণ, পূর্ববর্তী ঋণ ব্যবহারের সাফল্য এবং পরিশোধ ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে। প্রয়োজনে এই ঋণ সীমা পর্যালোচনা এবং সংশোধন করার ক্ষমতা ঋণ কমিটির থাকবে। তাছাড়া একক/দলীয় সর্বোচ্চ ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৩.৭ বিনিয়োগ খাতঃ

কম্পিউটার, ধান, গম ভাঙ্গানোর কল, সেচ ও কৃষিকাজ, বাঁশ, বেত ও অন্যান্য হাতের কাজ, মৎস্য চাষ, পশুপালন/ছাগল পালন, হাঁস-মুরগীর খামার, পোষাক তৈরি/ সেলাই প্রশিক্ষণ, এমব্রয়ডারী ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং, মটর মেকানিক, রেডিও টেলিভিশন মেরামত, ইলেকট্রিক, এয়ারকন্ডিশন, রেফ্রিজারেটর, এলাকাভিত্তিক যে কোন শিল্প/মোমবাতি তৈরি ইত্যাদি আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণের জন্য এই ঋণ বিতরণ নীতিমালার আওতায় ঋণ দেয়া যাবে। আবেদনপত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকলে একাধিক কর্মকাণ্ডের জন্য সর্বোচ্চ ঋণসীমার মধ্যে ঋণ দেয়া যাবে। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রয়োজন হলে CCLC/ULC-র অনুমোদনক্রমে ঋণ গ্রহণের পরেও ঋণ কর্মকাণ্ড পরিবর্তন করা যাবে।

৩.৮ ঋণের জন্য জামানতঃ

ঋণ কার্যক্রম তদারকির নিবিড় ব্যবস্থা, ঋণের পরিমানের স্বল্পতা এবং সম্ভাব্য কু-ঋণ এড়াবার জন্য রাজস্ব স্ট্যাম্পযুক্ত অঙ্গীকারনামা ঋণ বিতরণের সময় গ্রহণ করা হবে। ঋণের জন্য কোনপ্রকার জামানত প্রয়োজন হবে না। তবে ঋণ আবেদনকালে প্রত্যেক আবেদনকারীকে নিম্নোক্ত কাগজপত্র অবশ্যই দাখিল করতে হবেঃ

(ক) ঋণ আবেদনপত্র
(খ) প্রশিক্ষণের মূল সনদ

(গ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত মুক্তিযোদ্ধার সাময়িক সনদ

(ঘ) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার প্রমাণস্বরূপ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভার চেয়ারম্যানের সনদ

(ঙ) মুক্তিযোদ্ধার পোষ্যদের ক্ষেত্রে পোষ্যের প্রমাণস্বরূপ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সংশ্লিষ্ট ইউনিট কমান্ডারের সনদ।

(চ) সকল ক্ষেত্রে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে অঙ্গীকারপত্র গ্রহণ করা হবে। এই অঙ্গীকারপত্র কোন সদস্য বাতিল না করা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩.৯ একক/দলীয় কার্যক্রমের জন্য ঋণ:

বিবেচ্য ঋণ কর্মসূচীর আওতায় একক ও দলীয় কার্যক্রমের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা হবে। কর্মসূচীর আওতায় DD/RDO অফিস কর্তৃপক্ষ আগ্রহী এবং মনোনীত সদস্যের ঋণের পরিমাণ, কর্মকাণ্ড, মেয়াদ, পরিশোধ তফসিল ইত্যাদি নির্ধারণ করবে। দলীয় ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবশ্যই পালনীয়:

ক) দলীয়ক্ষেত্রে দলের সদস্যগণ একটা বিশেষ সভার মাধ্যমে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত/মনোনীত করবেন এবং এই নির্বাচন/মনোনয়ন সিদ্ধান্তাকারে লিপিবদ্ধ থাকবে। এই সাধারণ সভা নির্বাচিত/মনোনীত প্রতিনিধিকে দলের পক্ষ হতে দলীয় ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন করার, দলের সকল সদস্যের উপস্থিতিতে DD/RDO অফিস হতে সদস্যদের পক্ষে ঋণ গ্রহণ করার এবং ঋণ গ্রহণ করার ব্যাপারে DD/RDO অফিসের সাথে চুক্তি সম্পাদন করারও ক্ষমতা প্রদান করবে। কার্টিজ পেপারের উপর দলের সকল সদস্যের স্বাক্ষরিত দলীয় অঙ্গীকার পত্র গ্রহণ করা হবে। স্বাক্ষরিত এই অঙ্গীকার পত্র নতুন কোন সদস্য ভর্তি বা কোন সদস্য বাতিল বা অন্য কোন কারণে সদস্যপদ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

খ) নির্বাচিত/ মনোনীত প্রতিনিধির স্বাক্ষরিত দায়বদ্ধকরণ (হাইপথিকেশান) চুক্তিপত্র।

গ) বিশেষ করে পুকুর লীজ নিয়ে মৎস চাষের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা (লীজ গ্রহীতা) এবং লীজ প্রদানকারীর মধ্যে সম্পাদিত লীজ চুক্তিপত্র (যদি থাকে)।

ঘ) উপপরিচালক/উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর একক ঋণ মঞ্জুরের জন্য সুপারিশ করবে এবং CCLC/ULC কর্তৃক অনুমোদনের পর তা বিতরণের ব্যবস্থা নেবে। ঋণ প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি হিসেবে ঋণ গ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যকে ঋণ বিতরণী সনদপত্রে স্বাক্ষর টিপসই করতে হবে। সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক/পল্লী উন্নয়ন অফিসার ও ADC/UNO বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। তাদের উপস্থিতিতে ঋণ গ্রহীতা ব্যক্তি/দলের সদস্যগণ অংগীকারপত্রে স্বাক্ষর / টিপসহি দিবেন।

ঙ) সকল দলিলপত্রের মূল কপি DD/RDO অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩.১০ ঋণ পরিশোধে উৎসাহপ্রদ (Incentive) সুবিধা:

নিয়মিত ক্ষুদ্রঋণ পরিশোধকারীদের উৎসাহ এবং চলতি মূলধনের অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে একাদিক্রমে শতকরা ৭৫% (পঁচাত্তর) ভাগ কিস্তি সময়মত পরিশোধকারী ব্যক্তি/দল চলতি ঋণ অব্যাহত থাকা অবস্থায় কমপক্ষে প্রথম ঋণের সমপরিমাণ অর্থ চলমান কার্যক্রম অথবা নতুন কোন খাতে বিনিয়োগের জন্য ২য় বার ঋণ লাভের উপযুক্ত বলে গণ্য হবে এবং এসকল ক্ষেত্রে ঋণকমিটি সরলতম পদ্ধতি অনুসরণ করে চাহিবামাত্র গ্রহীতাকে চাহিদা অনুযায়ী ন্যূনতম প্রথম ঋণ গ্রহণের সমপরিমাণ/সাব্যস্ত যে কোন পরিমাণ অর্থ (নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে) নতুন ঋণ হিসেবে প্রদান করবে।

৩.১১ পুন: বিনিয়োগ:

ঋণ তহবিলের আদায়কৃত অর্থ (আসল ও সার্ভিস চার্জসহ) আবর্তক তহবিল হিসেবে পুন:ঋণ বিতরণ করা যাবে। একজন ঋণ গ্রহীতা সার্ভিস চার্জসহ সমুদয় কিস্তি পরিশোধ করলে DD/RDO-র সুপারিশ মোতাবেক ৩য় বার ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করবেন। পুন:বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়: ঋণ পরিশোধ

ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারের সমন্বিত ক্ষুদ্রঋণ নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে বিআরডিবি-র ক্ষুদ্রঋণ পরিচালন নীতি অনুসরণ করা যাবে।

৪.১ মেয়াদ ও কিস্তি:

ক) কর্মকাণ্ডের ধরণ অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে। তবে সাধারণত ১২ হতে ২৪ মাসের জন্য ঋণের মঞ্জুরী দেওয়া হবে;

খ) মাসিক কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করতে হবে । এজন্য ঋণ গ্রহীতাকে একটি ঋণ পরিশোধ সূচী স্বাক্ষর করতে হবে । এতে তার বিনিয়োগের আয় প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে পরিশোধ সূচী নির্ধারন করতে পারবেন;

গ) ঋণের কিস্তি এমনভাবে ধার্য / নিরূপন করতে হবে যাতে সম্পূর্ণ আসল আদায়ের পর সুদের টাকা এক কিস্তিতে আদায় হয়ে যায় । তবে ঋণ গ্রহীতা ইচ্ছে করলে সার্ভিস চার্জের টাকা কিস্তির মাধ্যমেও পরিশোধ করতে পারবেন;

ঘ) ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৩ মাস পর থেকে একই তারিখের মধ্যে মাসিক কিস্তিতে সার্ভিস চার্জসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হবে;

ঙ) একাধিক কর্মকাণ্ডের জন্য গৃহীত ঋণের কিস্তি নির্ধারণের পদ্ধতি প্রবর্তনের সময় কর্মকাণ্ডসমূহ হতে আয়ের পরিমাণ ও সময়ের কথা বিবেচনা করতে হবে। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, গ্রামের গরীব মানুষের জন্য অল্প সময়ে বেশি পরিমাণ টাকা পরিশোধ করা অপেক্ষা অনেক সময় ধরে নিয়মিতভাবে কম পরিমাণে টাকা পরিশোধ করা সহজতর;

চ) কোন অবশিষ্ট ঋণের টাকা বাকী রাখা যাবে না ।

৪.২ ঋণ পরিশোধ:

ক) ঋণ পরিশোধ তফসিল অনুযায়ী যথাসময়ে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করা কর্মসূচী উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন ঋণ কমিটির সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহণকারী সদস্যের প্রাথমিক দায়িত্ব। তফসিল অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ না হলে খেলাপী ঋণের টাকা ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে আদায়ের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ঋণ কমিটির উপর বর্তাবে।

খ) ঋণ গ্রহীতা ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক/উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার নিকট অথবা তার প্রতিনিধির নিকট ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি ঋণের কিস্তি আদায় করলে তাৎক্ষণিকভাবে রশিদ দিয়ে প্রাপ্তি স্বীকার করবে (সংযোজনী- ৮ দ্রষ্টব্য)। সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি ছাপানো রশিদ ছাড়া কোন সময়ই সদস্যের কাছ থেকে টাকা আদায় করবে না। সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি পরবর্তী তিন প্রস্ত বিশিষ্ট পাকা চালানের মাধ্যমে পরবর্তী কর্মদিবসের মধ্যে উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসেবে জমা করবে। সদস্যের নিকট হতে আদায়কৃত টাকা যথাসময়ে ব্যাংকে জমা দেয়া না হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবে এবং তার বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ) প্রতিটি ঋণের কিস্তি পরিশোধই পৃথক রশিদ দিয়ে নিশ্চিত করতে হবে। একটা তিন প্রস্থ বিশিষ্ট চালান এজন্য ব্যবহার করা হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তিন প্রস্থ বিশিষ্ট চালানের মাধ্যমে টাকা গ্রহণ করে ১ম প্রস্থ জমাকারী/ঋণ গ্রহীতাকে সরবরাহ করে টাকা প্রাপ্তি স্বীকার করবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি ২য় প্রস্থ ব্যাংকে জমাদানের জন্য ব্যবহার করবে এবং ৩য় প্রস্থ DD/RDO, BRDB অফিসে সংরক্ষণ করবে।

ঘ) প্রত্যেক CCLC/ULC পরিশোধযোগ্য ঋণের কমপক্ষে ৯৫% ঋণ পরিশোধ হার বজায় রাখবে। লাগাতারভাবে ৬ মাস ধরে যদি ঋণ পরিশোধের হার ৯৫% এর নীচে থাকে তখন উক্ত ঋণ আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা সদর দপ্তরকে অবহিত করবে।

ঙ) কোন সদস্য যদি ঋণের টাকা অপব্যবহার করে তবে সদস্যদের নিকট হতে সমুদয় টাকা তাৎক্ষনিক আদায় করতে হবে। তবে কোন সদস্যের মৃত্যুজনিত কারণে ঋণ আদায়ের হার ১০০% এর নীচে চলে আসলেও অন্য সদস্য ঋণ পাবে।

চ) ঋণ গ্রহীতা সদস্যকে CCLC/ULC অফিস 'ঋণ পাস বই' সরবরাহ করবে (সংযোজনী- ৫ দ্রষ্টব্য)। এই পাস বইতে ঋণ দাদন আদায় এবং অন্যান্য তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। ঋণ গ্রহীতা সদস্যকে CCLC/ULC অফিস হতে নগদ ৫/- টাকা মূল্যে/ক্রয়মূল্যের সমপরিমাণ টাকায় ঋণ পাশ বই ক্রয় করতে পারবে।

ছ) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ঋণ পাশ বইতে তাৎক্ষণিকভাবে সকল লেনদেন নিয়মিতভাবে লিখে স্বাক্ষর করবে এবং এর সঠিকতা যাচাই করবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি বিষয়টি নিশ্চিত করবে। স্বাভাবিক অবস্থায় সদস্যের কাছে ঋণ পাশ বই এক দিনের বেশি সময় ফেলে না রাখে সে বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি অর্থাৎ উপপরিচালক / উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা নিশ্চিত করবে। ঋণ পাশ বই সময়মত যথাসময়ে লেখা না হলে মাঠ সংগঠক তা উপপরিচালক / উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাকে অবহিত করবে।

জ) খেলাপী দলের কোন সদস্য কিস্তি খেলাপ ব্যতীরেকে যথানিয়মে তার নিজের অংশের ঋণ পরিশোধ করলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের পরবর্তী ঋণ গ্রহণের উপযুক্ততা অক্ষুন্ন থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি দলীয় খেলাপী অংশের হারাহারি দায় পরিশোধে বাধ্য থাকবেন। একইভাবে কোন দল বা সমিতি যথানিয়মে নিজস্ব দলীয় ঋণ পরিশোধের স্বীকৃতি স্বরূপ পরবর্তী ঋণগ্রহণের যোগ্যতা লাভ করবেন।

৪.৩ অনাদায়ী বা খেলাপী ঋণের জরিমানাঃ

কোন ঋণ গ্রহীতা যদি নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয় তবে পরবর্তী কিস্তির সাথে পূর্ববর্তী কিস্তির টাকা শোধ করতে পারবে । কোন ঋণ গ্রহীতা যদি ঋণের টাকা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না করে অর্থাৎ খেলাপী হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে CCLC/ULC সংশ্লিষ্ট ঋণ খেলাপীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে।

৪.৪ অবলোপন (Write off):

সাধারণভাবে ক্ষুদ্রঋণ বা উহার কোন অংশ অবলোপন বা মওকুফ হবে না। তবে জাতীয়ভাবে ঘোষিত দুর্যোগের কারণে প্রয়োজনে ঋণ পুনঃতফসিল করা যাবে। শুধুমাত্র ঋণ গ্রহীতার মৃত্যুর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ধর্মীয় অনুশাসন মোতাবেক ঋণগ্রহীতার স্বনামে রক্ষিত ত্যাজ্য স্থাবর সম্পত্তি হতে ঋণ পরিমাণ অর্থ পরিশোধে/আদায় সম্ভব না হলে ঋণের সেবামূল্যসহ সকল আসল পাওনা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সুপারিশক্রমে অবলোপন করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে এবং ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ বিধান অনুসারে তা কার্যকর করবে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ঋণ তদারকী, পরিবীক্ষন ও নিরীক্ষা

৫.১ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পরিবীক্ষন ও তদারকী

ঋণ কর্মসূচীর সুষ্ঠ বাস্তবায়ন ও তার সাফল্য নিশ্চিতকরণের জন্য মনিটরিং ও তত্ত্বাবধায়ন অপরিহার্য। বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মসূচী মনিটরিং ও তদারকী যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে (মনিটরিং-এর চেকলিস্ট সংযোজনী- ২ দ্রঃ)।

কর্মসূচীর কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন, অগ্রগতি পর্যালোচনা, উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব-এর নেতৃত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে স্টিয়ারিং কমিটির গঠন নিম্নরূপঃ

১। সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল	-	সদস্য
৩। যুগ্ম সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	-	সদস্য
৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	-	সদস্য
৬। মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	-	সদস্য
৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল-		সদস্য
৮। যুগ্ম সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৯। যুগ্ম সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১০। উপসচিব (উন্নয়ন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

৫.২ মাঠ পর্যায়ে তদারকী ও পরিদর্শনঃ

ক) সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা পর্যায়ে ঋণ কমিটির সভাপতি হিসেবে ADC/উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাঝে মাঝে ঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন এবং BRDB-র সংশ্লিষ্ট DD/RDO অফিসে গিয়ে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করবেন।

খ) BRDB-র DD/RDO নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত ঋণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করবেন।

গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে তার কার্যালয়ে সভা আহ্বান করবেন। উক্ত সভায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান এবং ঋণ প্রদান ও আদায় কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

ঘ) কোথাও কোন অনিয়ম বা ত্রুটি থাকলে তা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সভা অনুষ্ঠানের পর ৫ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন BRDB-র সংশ্লিষ্ট DD/ RDO বিআরডিবির প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবে এবং এর অনুলিপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। BRDB-র প্রধান কার্যালয় হতে সমন্বিতভাবে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করতে হবে।

ঙ) ঋণের চেক প্রদানের সময় ঋণ গ্রহীতাকে ১টি পাশ বই প্রদান করতে হবে (সংযোজনী- ৫ দ্রষ্টব্য)। উক্ত পাশ বইগুলো DD/RDO নিয়মিত পরীক্ষাপূর্বক স্বাক্ষর করবেন। BRDB-র প্রচলিত নিয়মানুযায়ী যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.৩ হিসাব সংরক্ষণ:

ক) মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবির সংশ্লিষ্ট জেলা উপপরিচালক, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে বিআরডিবি-র মহাপরিচালক অথবা তার পক্ষে পরিচালক (সরেজমিন) যৌথভাবে ঋণ কার্যক্রমের সকল হিসাব সংরক্ষণ করবেন। আবর্তক ঋণ তহবিলের মাসিক স্থিতি নির্ণয় করতে হবে (নমুনা ছক সংযোজনী-৩ দ্রষ্টব্য)।

খ) আবর্তক ঋণ তহবিলের বিতরণকৃত অর্থ আদায়ের স্বচ্ছতার চিত্র প্রাপ্তির লক্ষ্যে আসল স্থিতি, প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, কু-ঋণ ও সেবামূল্য খাতে পৃথকভাবে ক্রমপুঞ্জিত আদায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং তার বিপরীতে প্রতি মাসের অগ্রগতি সংযোজনী-৪ এ প্রদত্ত নির্ধারিত ছকে বিবরণী অনুযায়ী মাসিক ভিত্তিতে হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে। তাছাড়া ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমে সংযুক্ত নমুনা ফরম ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ) আবর্তক ঋণ তহবিল ব্যবহার এবং ঋণ আদায় কার্যক্রম সংক্রান্ত উপরোক্ত মাসিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ত্রৈমাসিক হিসাব প্রতিবেদন বিআরডিবি-র মহাপরিচালক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করবেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

৫.৪ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরীক্ষা:

ক) বিবেচ্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের পর্যায়ে ও বৎসরান্তে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ছাড়াও বেসরকারি চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম এবং সরকারি সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত নিরীক্ষা করা হবে। নিরীক্ষাকালে অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার (Value for Money) হয়েছে কিনা তাও দেখতে হবে।

খ) বিআরডিবি-র মহাপরিচালক ঋণ কর্মসূচীর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সমন্বিত নীতিমালার অনুসরণে সম্পন্ন করবেন অথবা বিআরডিবি-র প্রধান কার্যালয়ে / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সেল গঠন করতে হবে। বাৎসরিক পরিকল্পনার মাধ্যমে উক্ত সেল সুফলভোগী সনাক্তকরণ থেকে ঋণ বিতরণ, ব্যবহার ও আদায়ের প্রক্রিয়া, হিসাব সংরক্ষণসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়মিতভাবে নিরীক্ষা করবে। নিরীক্ষার ফলাফল সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের শাখা/ইউনিট কর্তৃক নিয়মিত বিরতিতে পর্যালোচনা করতে হবে। তাছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারাও অডিট সম্পন্ন করে তা কেন্দ্রীয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মূল্যায়ন করতে হবে।

সংযোজনী-১
পৃঃ-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী

আবেদনকারীকে ২ (দুই) সেট আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার (RDO) /জেলা উপপরিচালক এর নিকট উপস্থিত হয়ে ফরমে এবং অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করতে হবে। আবেদনের মূল কপির সাথে আবেদনকারীর সম্প্রতি গৃহীত ৩ (তিন) কপি স্বাক্ষর করা সংশ্লিষ্ট ইউপি/পৌর চেয়ারম্যান/ কমিশনার কর্তৃক সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযুক্ত করতে হবে। ঋণ মঞ্জুরীর পর আবেদনের মূল কপি BRDB অফিসে এবং ১ (এক) কপি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (UNO) / অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (ADC) কার্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। আবেদনকারী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর / বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB) / অন্য কোন স্বীকৃত সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত যে ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সে প্রশিক্ষণের মূল সনদপত্র এবং তার কোন ব্যাংক একাউন্ট থেকে থাকলে ঐ একাউন্টের নম্বর এবং সর্বশেষ স্থিতি কত সে মর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ম্যানেজার কর্তৃক সনদপত্র আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। আবেদনপত্র পূরণে BRDB র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আবেদনকারীকে সহায়তা প্রদান করবেন।

ঋণ আবেদনপত্র

পাসপোর্ট সাইজের
সত্যায়িত ছবি

বরাবর
উপপরিচালক/উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা

.... উপজেলা/থানা
.... জেলা

বিষয়: মুক্তিযোদ্ধা ঋণ মঞ্জুরীর আবেদন

আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিষয়/ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন যুবক/মহিলা। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের "অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা / পোষ্যদের প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আমি .... টাকা (কথায় ....) টাকা মাত্র ক্ষুদ্র ঋণ মঞ্জুরীর জন্য আবেদন জানাচ্ছি। নিম্নে আমার ব্যক্তিগত তথ্য ও প্রকল্প প্রস্তাব প্রদান করা হলো:-

১। নাম :
২। পিতা/স্বামীর নাম :
৩। জন্ম তারিখ (আবেদনপত্র পেশ করার তারিখে বয়স): .... বছর .... মাস
৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা :
৫। বর্তমান ঠিকানা :

বাড়ির নাম/নং:	গ্রাম/শহর:	ইউনিয়ন/পৌরসভা:
ডাকঘর/পোষ্টকোড:	উপজেলা/থানা:	জেলা:

সংযোজনী-১
পৃঃ-২

৬। স্থায়ী ঠিকানাঃ
বাড়ির নাম/নংঃ গ্রাম/শহরঃ ইউনিয়ন/পৌরসভাঃ
ডাকঘর/পোষ্টকোড উপজেলাঃ জেলাঃ

৭। আবেদনকারী এ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা
না হলে কতদিন বর্তমান ঠিকানায় বসবাস করছেনঃ

৮। আবেদনকারীর পারিবারিক বাৎসরিক আয় (পারিবারিক বলতে যৌথ পরিবার বুঝাবে এবং ঐ পরিবারের সকলের সম্মিলিত আয়কে বুঝাবে):

(এর স্বপক্ষে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা/ চেয়ারম্যান/কমিশনার-এর সার্টিফিকেট সংযোজন করতে হবে)

৯। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর/স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে যে ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তার বিবরণঃ
ক) প্রশিক্ষণের ধরণঃ খ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নামঃ
গ) ট্রেডের নামঃ ঘ) প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল .... হতে ......ইং পর্যন্ত

১০। আবেদনকারীর বর্তমান পেশাঃ

১১। আবেদনকারীর পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা
(আবেদনকারীর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিসহ):

১২। পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্য সংখ্যাঃ

১৩। আবেদনকারীর ব্যাংক একাউন্ট থাকলে সে সম্পর্কিত তথ্যঃ
ক) ব্যাংকের নাম খ) হিসাব নম্বর
হিসাবে বর্তমান স্থিতি .... টাকা (সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ম্যানেজার কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে)

১৪। সম্পত্তি ও দায়-দেনাঃ
ক. স্থাবর সম্পত্তির বর্তমান মূল্য .... টাকা
খ. অস্থাবর সম্পত্তির বর্তমান মূল্য .... টাকা
গ. দায়-দেনা (যদি থাকে):
১) ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক/সংস্থার নামঃ
২) গৃহীত ঋণের পরিমাণঃ .... টাকা
৩) পরিশোধিত / অপরিশোধিতঃ .... টাকা

১৫। প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের বিবরণঃ
ক. প্রকল্পের নামঃ
খ. কি ধরণের প্রকল্প (বিবরণ):

১৬। মুক্তিযোদ্ধার সমর্থনে সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে।

১৭। মুক্তিযোদ্ধার পোষ্যর (ছেলে মেয়ে) সমর্থনেঃ
এস.এস.সি./পৌরসভা/ইউনিয়ন/সিটি কর্পোরেশন বাসিন্দা হিসেবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের/পৌরসভার চেয়ারম্যান/কমিশনারের নিকট থেকে স্থায়ী বাসিন্দা প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

আমি এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, উপরে বর্ণিত তথ্যাদি আমার জানামতে নির্ভুল এবং সত্য। আমার অনুকূলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ঋণ মঞ্জুর হলে ঋণের অর্থ আমি প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুযায়ী যথাযথভাবে বিনিয়োগ করবো এবং এ সম্পর্কে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় যে শর্ত আরোপ করেছেন বা করবেন সে শর্তসমূহ মেনে চলবো। ঋণ পরিশোধের যে মেয়াদ নির্ধারিত হবে ঐ মেয়াদের মধ্যে প্রতি মাসের ৩ (তিন) তারিখের মধ্যে (বন্ধ থাকলে অফিস খোলার দিন) আমি ঋণের কিস্তি উপপরিচালক/ RDO-র কার্যালয়ে নিয়মিত পরিশোধ করবো। আসল পরিশোধের পর

সংযোজনী-১
পৃঃ-৩

১১% হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করবো। আমি এ মর্মে আরো নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, বর্তমানে আমার নামে কোন সরকারি / বেসরকারি সংস্থা, দপ্তর, বা রাষ্ট্রায়াত্ত কোন ব্যাংক হতে মঞ্জুর করা কোন ঋণ অপরিশোধিত অবস্থায় নেই। আমি এ মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করছি যে, যত দিন পর্যন্ত ঋণের অর্থ সার্ভিস চার্জসহ সম্পূর্ণ পরিশোধ না হবে ততদিন পর্যন্ত ঋণের টাকায় যে সম্পদ অর্জিত হবে তার মালিকানা ও অধিকার সরকারের অনুকূলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর নিকট গচ্ছিত থাকবে মর্মে বিবেচিত হবে। আমি ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অথবা আমার মৃত্যু হলে আলোচ্য সম্পদ হতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঋণের পাওনা আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। আমি আরো অঙ্গীকার প্রদান করছি যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমার নিকট ঋণ বাবদ পাওনা অর্থ যতদিন পর্যন্ত আদায় না হবে ততদিন পর্যন্ত ঋণের টাকায় অর্জিত সম্পত্তি আমি কারো নিকট বন্ধক রাখবো না বা হস্তান্তর করবো না। করলে আইনানুযায়ী তা অগ্রাহ্য হবে মর্মে ঘোষণা করে নিম্নে আমার নাম স্বাক্ষর করলাম।

....
আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও স্পষ্ট নাম
(RDO- র উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করতে হবে)

তারিখঃ ....

<u>ক্রেডিট সুপারভাইজার/উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার মতামত ও সুপারিশঃ</u>

আমি / আমরা সরেজমিনে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি পরিদর্শন করেছি, ঋণ আবেদনপত্র এবং প্রকল্প প্রস্তাবে বর্ণিত কাগজ/প্রমাণ পত্র, জমি ও সম্পদ পর্যবেক্ষণ করেছি এবং সবকিছু সঠিক দেখে নিম্নরূপ মতামত এবং সুপারিশ প্রদান করছিঃ

(ক) বাস্তবতার নিরীখে প্রকল্পের বিনিয়োগ ও আয়ের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা ও যাচাই করে দেখা গেছে, প্রকল্পটি আর্থিকভাবে লাভজনক হবে।
(খ) আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরণের প্রকল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
আবেদনকারী একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোগী ও কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। ঋণ গ্রহণের পর তিনি ঋণ পরিশোধে সক্ষম হবেন মর্মে আশা করছি।
উপরোক্ত মতামতের ভিত্তিতে .... ব্যাংক শাখার মাধ্যমে নির্ধারিত বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে আবেদনকারীকে নিম্নবর্ণিত পরিমাণ ঋণ প্রদান করা যায়ঃ

ক্রেডিট সুপারভাইজার/মনোনীত ব্যক্তি	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা
.... টাকা	.... টাকা
(কথায় ....) মাত্র	(কথায় ....) মাত্র
স্বাক্ষর	স্বাক্ষর ....
তারিখঃ	তারিখঃ ....

সীলমোহর

সংযোজনী-১
পৃ:-৪

সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা ঋণ কমিটির মতামত এবং ঋণ অনুমোদন

আবেদনটি সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা ক্ষুদ্র ঋণ কমিটির .... তারিখের .... নং সভায় পর্যালোচনা এবং অনুমোদন করে আবেদনকারীকে ক্ষুদ্র ঋণ বাবদ ....(কথায় ....) টাকা মাত্র সরলহার পদ্ধতিতে বার্ষিক ১১% হারে ঋণ মঞ্জুর করা হল। সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা যথাশীঘ্র আবেদনকারীকে ক্রসড চেকের মাধ্যমে নিয়মানুযায়ী এ ঋণ প্রদান করে প্রাপ্তি স্বীকারোক্তি গ্রহণ করবেন। এ ঋণ মঞ্জুরীর নম্বর ....।

তারিখঃ ....

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক / উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সভাপতি সিটি কর্পোরেশন / উপজেলা ক্ষুদ্র ঋণ কমিটি

১। সিটি কর্পোরেশন/ উপজেলা ঋণ কমিটির সদস্যের স্বাক্ষর

	নাম স্বাক্ষর	পদবী	জেলা/উপজেলা
১।			
২।			
৩।			
৪।			
৫।			

সংযোজনী-২
পৃঃ-১

ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান/দপ্তর মনিটরিং চেকলিস্ট

সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমকে গতিশীল, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য মনিটরিং অত্যাবশ্যাক। মনিটরিং ও পরিদর্শনের মাধ্যমে কাজের গতি, প্রকৃতি, ভুলভ্রান্তি, পরিমাণ, গুণগতমান লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন, সঠিকভাবে ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়, ঋণের সঠিক ব্যবহার ইত্যাদির পাশাপাশি কর্মীদের সমস্যা, সংস্থার সাংগঠনিক ও কাঠামোগত সমস্যা সংস্থার নীতিমালার সমস্যা, দল পর্যায়ে সমস্যা ইত্যাদি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। সমমান সম্পন্ন মনিটরিং ব্যবস্থা বলবতকরণে সহায়ক একটি চেকলিস্ট-এর নমুনা নীচে দেয়া হলোঃ

	বিষয়		Classification		সিদ্ধান্ত
(১)	সদস্য উপস্থিতিঃ (সদস্য হাজিরা)	(১)	১০০% – ৯৫%	(১)	ঠিক আছে
		(২)	৯৪% – ৮০%	(২)	মোটামুটি ঠিক আছে
		(৩)	<৮০%	(৩)	ঠিক নাই
(২)	সঞ্চয় আদায়	(১)	১০০% – ৯৫%	(১)	ঠিক আছে
		(২)	৯৪% – ৮০%	(২)	মোটামুটি ঠিক আছে
		(৩)	<৮০%	(৩)	ঠিক নাই
(৩)	ঋণের কিস্তি আদায়	(১)	১০০% – ৯৯%	(১)	ঠিক আছে
		(২)	৯৯% – ৯৮%	(২)	মোটামুটি ঠিক আছে
		(৩)	<৯৮%	(৩)	ঠিক নাই
(৪)	মাঠ পর্যায়ে সচেতনতা	(১)	সকলেই ঋণের পরিমাণ, সঞ্চয়, কিস্তি, ঋণস্থিতি বলতে পারে	(১)	ঠিক আছে
		(২)	৯০% বলতে পারে	(২)	মোটামুটি ঠিক আছে
		(৩)	<৯০% বলতে পারে	(৩)	ঠিক নাই
(৫)	অনুষ্ঠিত কেন্দ্র সভা	(১)	প্রতি সপ্তাহে সভা হয়	(১)	ঠিক আছে
		(২)	ঝড়/বৃষ্টির কারণে বৎসরে ২/১টি সভা হয়নি	(২)	মোটামুটি ঠিক আছে
		(৩)	বৎসরে ৪টির বেশি সভা হয়নি	(৩)	ঠিক নাই
(৬)	মাঠ পর্যায়ে Posting	(১)	সদস্য পাশ বই-এ স্পষ্ট করে দেয়া আছে এবং আদায়সীটের সাথে মিল আছে।	(১)	ঠিক আছে
		(২)	যোগ-বিয়োগে ভুলসহ কাটাকাটি আছে	(২)	মোটামুটি ঠিক আছে
		(৩)	পোষ্টিং বাকী এবং হিসাবের মিল নাই	(৩)	ঠিক নাই

বিষয়		Classification		সিদ্ধান্ত	
(৭)	হিসাব সংক্রান্ত	(১)	প্রতিদিনের পোস্টিং প্রতিদিন দেয়া হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়।	(১)	ঠিক আছে
		(২)	মাঝে মাঝে পরের দিন পোষ্টিং দেয়া হয়।	(২)	মোটামুটি ঠিক আছে
		(৩)	একদিনের বেশি হিসাব আপডেট থাকে না।	(৩)	ঠিক নাই
(৮)	হস্ত মজুদ সংক্রান্ত	(১)	প্রতিদিনের অর্থ প্রতিদিন ব্যাংকে জমা হয়।	(১)	ঠিক আছে
		(২)	কোন কারণে পরের দিন সকালে জমা হয়।	(২)	মোটামুটি ঠিক আছে
		(৩)	একদিনের বেশি হস্ত মজুদ থাকে।	(৩)	ঠিক নাই
(৯)	ঋণের ব্যবহার সম্পর্কে	(১)	প্রত্যেক ঋণী উল্লেখিত প্রকল্পে ঋণ ব্যবহার করছে এবং যাচাই করা হয়েছে।	(১)	ঠিক আছে
		(২)	৯০% এর কম ঋণী উল্লেখিত প্রকল্পে ঋণ ব্যবহার করছে এবং অবশিষ্ট ১০% প্রকল্প পরিবর্তন করেছে।	(২)	মোটামুটি ঠিক আছে
		(৩)	৯০% ঋণী সঠিকভাবে ঋণ ব্যবহার করেছে।	(৩)	ঠিক নাই
(১০)	গওঋ সম্পর্কে	(১)	সকল ফরমেট আপডেট আছে এবং নিয়মিত রিপোর্ট করা হচ্ছে।	(১)	ঠিক আছে
		(২)	রিপোর্ট ঠিকমত হলেও নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়নি।	(২)	মোটামুটি ঠিক আছে
		(৩)	রিপোর্ট আপডেট নেই এবং নিয়মিত পরীক্ষা করা হচ্ছে না।	(৩)	ঠিক নাই

কার্যকারিতা পরিমাপের মানদণ্ডঃ

(ক) ঠিক আছে = ৫, (খ) মোটামুটি ঠিক আছে = ৩, (গ) ঠিক নাই = ১ ধরা হবে। মোট প্রাপ্ত মান ৪৮ থেকে ৫০ = খুব ভালো, ৪৪ থেকে ৪৭ = ভাল, ৪০ থেকে ৪৩ = মোটামুটি এবং ৪০ এর নীচে = সন্তোষজনক নয়।

সংযোজনী-৩

আবর্তক ঋণ তহবিল স্থিতির মাসিক হিসাব (সকল অংক টাকায়)

মাস শুরুতে স্থিতি	বিবেচ্য মাসে নতুন তহবিল প্রাপ্তি	মোট তহবিল (১+২)	বিবেচ্য মাসে আসল আদায়	আদায়ান্তে আসল তহবিলে স্থিতি (৩-৪)	বিবেচ্য মাসে প্রবৃদ্ধি আদায়	বিবেচ্য মাসে বিতরণকৃত তহবিল	মাস শেষে মোট তহবিল স্থিতি (৫+৬+৭)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

** উপরোক্ত ছকের ৪ নং কলামে প্রদর্শিত আদায়কৃত আসল পরবর্তী কলামে বাদ দেয়ার ফলে একই অর্থ পুন:পুন: যোগ না হয়ে

মাঠে বিতরিত প্রকৃত আবর্তক ঋণ তহবিলের হিসাব সঠিকভাবে প্রদর্শিত হবে।

ঋণ আদায় কার্যক্রম সম্পর্কিত মাসিক প্রতিবেদন (সকল অংক টাকায়)

বিবরণী	বিগত মাস শেষে অনাদায়ী জের	বিবেচ্য মাসের আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা (কিস্তির ধরণ ও আদায়ের হার অনুসারে)	বিবেচ্যমাসে মোট আদায়যোগ্য (২+৩)		বিবেচ্য মাসে আদায়		আদায়ের অর্জন হার (%)		মাস শেষে অবশিষ্ট	
			হাল	খেলাপী	হাল	খেলাপী	হাল	খেলাপী	হাল	খেলাপী
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
আসল										
প্রবৃদ্ধি										
কৃষ্ণণ										
সেবামূল্য										
মোট										
ক্রমপুঞ্জিত মোট										

** বিগত মাস পর্যন্ত মোট + বিবেচ্য মাসের মোট

সংযোজনী-৫

ক্ষুদ্র ঋণের পাশ বই

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
.... উপজেলা / জেলা
ঋণ গ্রহীতার নাম:

প্রতিটি ঋণের ক্ষেত্রে একটি বই ঋণ গ্রহীতার নিকট এবং একটি উপপরিচালক/ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার হেফাজতে থাকবে।

নং	তারিখ	মাসিক কিস্তি আদায়ের পরিমাণ আসল সুদ সার্ভিস চার্জ মোট	মাসিক কিস্তি পরিশোধের শেষে বকেয়া ঋণের পরিমাণ আসল সার্ভিস চার্জ মোট	ক্রেডিট সুপারভাইজারের স্বাক্ষর	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার স্বাক্ষর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

পিতা/স্বামীর নাম :

গ্রাম/মহল্লা :

ইউনিয়ন/ওয়ার্ড :

উপজেলা :

জেলা :

মঞ্জুরকৃত ঋণের পরিমাণ :

ঋণ প্রদানের তারিখ :

গ্রেস পিরিয়ড :

ব্যাংকের নাম :

গৃহীত প্রকল্পের নাম :

১ম কিস্তি পরিশোধের সময় :

ঋণ পরিশোধের মেয়াদকাল :

সংযোজনী-৬

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প
.... উপজেলা .... জেলা

ঋণ বিতরণ রেজিস্টার

তারিখ	ঋণ নম্বর	ঋণ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	গৃহীত প্রকল্পের নাম ও ঠিকানা	প্রশিক্ষণ ট্রেডের নাম	কত দফা ঋণ	ঋণ পরিশোধের মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

মঞ্জুরকৃত / বিতরণকৃত ঋণের মেয়াদ	বিতরণের তারিখ	চেক নম্বর	ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর	ক্রেডিট সুপারভাইজারের স্বাক্ষর	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার স্বাক্ষর
৮	৯	১০	১১	১২	১৩

সংযোজনী-৭

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প
ঋণ আদায় রেজিস্টার .... উপজেলা .... জেলা

১। ঋণ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানাঃ

২। গৃহীত প্রকল্পের নামঃ

৩। ঋণী নংঃ

৪। কত দফা ঋণঃ

৫। মেয়াদকালঃ

তারিখ	মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ	কিস্তির নম্বর	আদায়কৃত কিস্তির পরিমাণ	ক্রমপুঞ্জিত কিস্তির পরিমাণ	বকেয়া কিস্তির পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬

আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ	ক্রমপুঞ্জিত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ	ক্রমপুঞ্জিত সার্ভিস চার্জসহ কিস্তির পরিমাণ	ক্রেডিট সুপারভাইজারের স্বাক্ষর	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার স্বাক্ষর
৭	৮	৯	১০	১১

সংযোজনী-৮

চালান নং-

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
.... উপজেলা .... জেলা

ক্ষুদ্র ঋণ আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা প্রদানের চালান

তারিখ	যে সব ঋণ নম্বরের বিপরীতে অর্থ আদায় হয়েছে	আদায়কৃত অর্থ যা ব্যাংকে জমা হবে তার পরিমাণ	টাকা জমা প্রদানের হিসাব নম্বর	ক্রেডিট সুপারভাইজারের স্বাক্ষর	টাকা ব্যাংকে জমা হওয়ার পর ব্যাংক কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬

সংযোজনী-৯

দায়বদ্ধকরণপত্র

যেহেতু অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ঋণ -বিআরডিবি আমাকে .... টাকা (কথায় ....) ঋণ হিসেবে মঞ্জুর করেছে, যেহেতু আমি এতদ্বারা অত্র কর্মসূচীর সহায়তা থেকে ইতোমধ্যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে কিংবা ইতোমধ্যে যে সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীত হয়েছে কিংবা বিক্রী হবে তৎসহ আমার হেফাজতে বিদ্যমান উক্ত সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য আমার মুক্তিযোদ্ধা ঋণ-বিআরডিবি অফিস থেকে গৃহীত ঋণের বিপরীতে এবং মুক্তিযোদ্ধা ঋণ-বিআরডিবি অফিসে আমার প্রথম দেনা হিসেবে এবং আমার ঋণ হিসেবে গৃহীত টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ করে দেবার অঙ্গীকার হিসেবে উপপরিচালক/উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-বিআরডিবির নিকট দায়বদ্ধ করলাম।

আমি আরও অঙ্গীকার করছি যে, আমি পারস্পরিক সম্মতিতে তফসিল অনুযায়ী ঋণের টাকা ধার্যকৃত সার্ভিস চার্জসহ পরিশোধ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ রইলাম। অন্যথায় উক্ত দায়বদ্ধকরণ পত্রের শর্ত সমূহের বলে আমার নিকট থেকে-বিআরডিবি উক্ত পাওনা টাকা আদায় করতে পারবেন।

তারিখঃ ....

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর/টিপসহি

নামঃ

....

দলঃ

....

গ্রামঃ

....

সাক্ষী (১):
স্বাক্ষর/টিপসহি

নামঃ ....
....
ঠিকানাঃ ....
....

সাক্ষী (২):
স্বাক্ষর/টিপসহি

নামঃ

ঠিকানাঃ

সংযোজনী-১০

একক / দলীয় অঙ্গীকারপত্র

অত:পর 'মূল পক্ষ' নামে বর্ণিত (সকল ঋণের ক্ষেত্রে ১৫০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে অংগীকারনামা নিতে হবে) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ঋণ বিআরডিবি নামে আপনার প্রদেয় ঋণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যৌথভাবে এবং আলাদাভাবে আপনাকে যথাসময়ে পরিশোধের নিশ্চয়তা দিচ্ছি এবং যে কোন সময়ে মূল পক্ষের নিকট সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য খরচসহ আপনার সমস্ত পাওনা টাকা চাইবার সাত দিনের মধ্যে পরিশোধ করবার অঙ্গীকার করছি, এই শর্তে যে, এই অঙ্গীকার পত্রের আওতায় মূল পক্ষ/আমাদের নিকট হতে আদায়যোগ্য আসল টাকা, সার্ভিস চার্জ বাদে, কখনই টাকা .... (কথায় ....) টাকার বেশি হবে না।

এবং আমরা যৌথ ও আলাদাভাবে আরও অঙ্গীকার করছি যে,

১. অত্র অঙ্গীকারপত্র মূলে মূল খাতকের দেনা আমাদের দেনা হিসেবে পরিগণিত হবে এবং আপনি যখন ইচ্ছা মূল পক্ষের দেনার নামে আমাদেরকে প্রাথমিকভাবে দায়ী করতে পারবেন।

২. অত্র অঙ্গীকারপত্র, আমাদের এবং আমাদের ব্যক্তিগত প্রতিনিধির উপর সিকিউরিটি হিসেবে বলবৎ থাকবে। মেয়াদ বৃদ্ধি কিংবা আপনার তরফ হতে যে কোন সুযোগ প্রদান সত্ত্বেও এই অঙ্গীকারপত্র সিকিউরিটি হিসেবে বলবৎ থাকবে।

৩. মূল পক্ষের তরফ হতে কোন আংশিক পরিশোধের প্রেক্ষিতে কিংবা কোন ক্রেডিট ব্যালান্স থাকা অবস্থায় কখনই অত্র অঙ্গীকারপত্রের গুরুত্ব কমানো কিংবা পক্ষপাতদুষ্ট করা যাবে না।

৪. আপনি আমাদেরকে জানানো ছাড়াও অত্র অঙ্গীকারকৃত দেনা সূত্রে মূল পক্ষকে সময় প্রদান অথবা যে কোন ধরণের ব্যবস্থাপত্র কিংবা রচনা, তৈরি কিংবা গ্রহণ করতে পারবেন এবং এই দেনার এক্ষণ কিংবা অত:পর আপনার হস্তগত যে কোন নিরাপত্তা কিংবা অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে পরিবর্তন প্রকাশন, বাস্তবায়ন কিংবা যে কোনভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

৫. এখানে প্রকাশ থাকে যে, বর্তমান ঋণ ছাড়া ভবিষ্যতে আমাকে/আমাদেরকে নতুন ঋণ প্রদান করলে এই অঙ্গীকারনামা ভবিষ্যতে সকল ঋণের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে এবং ভবিষ্যতে দেয় সকল ঋণের ব্যাপারে এই অঙ্গীকারপত্র সমভাবে কার্যকরী হবে।

৬. আমরা যদি কোন ফার্মের অন্তর্ভুক্ত হই, সেক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের কোন পরিবর্তন সাধন দ্বারা অত্র দায় দেনা প্রভাবিত হবে না।

স্বাক্ষর

বাঃসঃমুঃ-২০০৩/০৪-৪২০২কম (সি), ২,৫০০ বই, ২০০৪।